প্রথম প্রকাশ
২৬ ডিসেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশক
সত্য চৌধুরী
স্বজনী
৬৭এ, বেলগাছিয়া রোড
কলিকাতা—৩৭

মুদ্রাকর
মৃগেন্দ্রনাথ মাজী
সৃজনী প্রেস
৬৭এ, বেলগাছিয়া রোড
কলিকাতা—৩৭

উৎসর্গ

আমার দুঃসময়কে

সূচি

অস্থিতি

অস্থির তোমার চোখ কিছু
খোঁজে সারাদিন
ঝিনুক নাকি তা কোনো মীন
তোমার পুরুষ গেছে
নীলকণ্ঠ নীরে
অশান্ত সমীরে
এখন মাতাল ঢেউ
ডুবেছে সেখানে জলযান
কত কত মানুষের প্রাণ।

চারপাশে ঝাউ আর বালি
করতালি
ওরা কারা দেয় দূরে দূরে
ঘুরে ঘুরে জল
তোমার দুচোখে কেন আজ
সিন্ধু টলমল।

হারজিত

বাড়িটাকে গিলেছে আগুন
কার তূণ বুকে বিঁধে গেল
কে কাকে হারাল
আগুন বাড়িকে, নাকি
আগুনকে বাড়ি
বত্রিশ পাকে জ্বলে নাড়ি
সিঁড়িপথে কাহাদের দ্রুত ওঠানামা
দমকল-কর্মী নাকি
নেভাবে দহন
নিবিড় গহন
জাঙালে বাজায় কারা
আদিম দামামা।

উদ্ধার শব্দটিকে চারপাশে ঘিরে
আগুনের তীরে
সাম্বা নাচে উদ্দামতা
ভিতরে আঁধার যার
উপরে শুভ্রতা
কে যেন কে জিতে গেল শেষে
আগুন না বাড়ি
কার হল হার!

শোনো, এই

ঝিঁ ঝিঁ - ডাকা নির্জনতা
নেই, কেউ নেই
হতবাক
স্পষ্ট শুনেছি কারো ডাক
মৃদুকণ্ঠে যেন কোনো নারী
তরঙ্গ সঞ্চারি
সে যেন বলেছে, শোনো
এই শোনো, এই ...

চেনা মুখে অচেনা দ্রাঘিমা
অক্ষাংশে ভূগোল
অতি মূর্খ ছাত্র আমি
বুঝিনি সে প্রণয়-মহিমা
বুকের হিন্দোল।

এই আছে এই সে তো নেই
কে যেন ডেকেছে
শোনো, এই ...
এভাবে কি চলে যাওয়া ভালো
কালো রাত
ঘুম ফুরোতেই!

উত্তরমালা

কাজ ও সময় নিয়ে ঢের
অঙ্ক-কষা খেলা
কীভাবে যে তারপরে চাও
উদার সুনীলে ডানা মেলা।

যে কোনো ডানার পিস্টনে
স্বপ্নেরও দুচোখে নামে ঘুম
কলরব গাঢ় নির্জনে
সমিধে আগুন নেই কোনো
অথচ কী সাপ-খেলা ধূম।

কীভাবে মেলাই আমি বলো
ছলোছলো
মাঝখানে কাতরতা নদী
কে কাহার মেটাবে যে জ্বালা
শেষ পাতা অঙ্কের গেছে নিরুদ্দেশে
কীভাবে কোথায় ভেসে ভেসে
পেয়ে যাব উত্তরমালা।

বিষয় : শুদ্ধতা

শুদ্ধতা কোথায় আছ তুমি
সন্ধানে তোমার
গ্রামেগঞ্জে মাঠেঘাটে ঘুরি
রাজপথ থেকে দূর আলপথ ভূমি
ভাবের ঘরেই গেছে চুরি।

তোমায় কীভাবে আমি
রাখি বিশ্বাস
এখনো রক্তের প্রতি ফোঁটায় ফোঁটায়
অহেতুক ত্রাস
পলাতক সে যুবতী শুদ্ধতা কোথায়
সে কি তবে লুকিয়েছে
গিরি কন্দরে
লাদেনের অচেনা অন্দরে
হয়তো বা কোনো রূপসীর
সে-ই তবে অচুম্বিত
চাঁদ - মুখ - ক্ষীর।

এই যে দূষণ
নিয়ন্ত্রণ কেউ এনে দেবে
পুণ্যব্রত শূন্য হয়ে আছি
যার জন্য সেই নারী
কোনোদিন নেবে?

অহল্যা পাথর

অমা পক্ষ এসময় অতি
তান্ত্রিকের নিঃশ্বাসের কালো
জ্বেলেছে রক্তজবা শিখা
জীবন তাকেই বলা ভালো
হাতের নীলাভ শিরা কেটে
কপালে যে আঁকে জয়টীকা।

পাথুরে দেয়াল কারাগার
গড়েছে যে ভাঙে বারবার
কংস নামেই যদি ডাকো
কেন তাকে বাঁচিয়ে যে রাখো
অষ্টম গর্ভ তুমি
দিয়েছ সময়
এভাবে কি পাপ হয় ক্ষয়।

কার অভিশাপে
কীভাবে মানুষ ক্রমে
অহল্যা পাথর
আতর মেখেছে দেহে
সে কোন কস্তুরী
প্রতীক্ষায় থাকে সন্তাপে।

অসহ গোধূলি কেন ডাকো

ফিরে যাব তাও কি হবে না
গোধূলিতে কত কী ভাবনা
যে সময় পাখিরাও নীড়ে
গান গেছে স্বরান্তরে মিড়ে।

ফিরব না কেন জানা নেই
বেলা শেষ কাজ ফুরোতেই
বাজিয়েছে ঘণ্টা বুড়ো মালি
হতে পারে তার চতুরালি।

অসহ গোধূলি কেন ডাকো
অহেতুক দেহে রঙ মাখো
অনিচ্ছায় পশ্চিমে যাওয়া
উজানে নৌকাটিকে বাওয়া।

সুতপুত্র বসে গেছে রথ
শরাঘাতে মুক্ত তার পথ
বাসা থাকে নেই কারো ভালো
বৃষ্টি নামে অনন্তের কালো।

অমিল

আমি কি আমার মতো
তুমি কি তোমার মতো নারী
নাকি এই অমিলেই
আসে মহামারী
বীজ ও মড়ক ঘরে ঘরে
অবিরাম সংক্রামিত করে।

কেউ কি কারোর মতো হয়
সেখানেই ভয়
কী ভাবে যে আসে অন্ত্যমিল
অখিল বিশ্বের
থাকে নাকি নিয়ন্ত্রণ রেখা
তোতাবুলি শেখা
যদিদং তদিদং উচ্চারিতের।

মরফিং

মানুষের মাথার দুপাশে
গজিয়ে উঠছে দুটো শিং
মরফিং মরফিং
চকিতে মেয়েটা হল 'গাই'
'হাই' বলে পরক্ষণে মরু
বাতাসে উল্টে দিল পাতা
হিসেবের খাতা।

আমাজন, আমাজন
কে কাকে ডাকছে তুই শোন
ভেবে দ্যাখ তোর অবস্থান
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি গান
বান কোটালের
ভেসে যাচ্ছি আমি তুই
আমাদের কচিকাঁচা প্রাণ
হুলো মিনি সেসময় স্ক্রীনে
নাচছে তাধিন্।

অচেতন চেতনের
মাঝের স্টেশন হল এই
যা ছিল তা আজ কিছু নেই
দিনরাত, রাত আর দিন।

খেলা

প্রেম প্রেম এই খেলা
চুম্বক আবেশ
তুমি আমি
মাঝখানে লতাপাতা ফুল
প্রজা পতি দেশ।

মানচিত্রে সেরকম কিছু আছে নাকি
নাকি সব ভুয়ো
গলিপথে শিস দিয়ে যেতে
ফাজিল বলল কেউ
দুয়ো।

সেলুকাস
শুনুন, আরজি করি পেশ
অদ্ভুত এই আমাদের
দ্বিতীয় স্বদেশ
সকালে যে তুলি ফুল
প্রমাণিত হয়ে গেছে
বুকে তার
বিষ আর হুল।

চলেছে, চলুক এই খেলা
যতক্ষণ থাকে আলো
অন্ধ রাধারানি
উল্টো সোজা রথযাত্রা, মেলা।

রঙমাছ

আমি কি টোপরমাথা গাছ
ঝরো, তুমি বলতেই
ঝরে যাবে পাতা
সনাতনী মুদি - হালখাতা
নতুন বছরে
যে যেমন পারে
জমায় সবুজ
অবুঝ অস্তগামী আমি
ফুলে ফলে হয়ে যাব
বসার ঘরের রঙমাছ।

মাটিতে শিকড় ছিল একদা অনেক
ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে কারা
হয়তো আকাল
ঝরা পাতা মরা ঘাস
আগুন আগুন লাল রোদ
সব শোধ বোধ
কত জন্ম আগে ছিল
কারো কাছে ঋণ
প্রতীক্ষিত বসন্তের দিন
ঝরিয়ে ঝরিয়ে যাব হিম ঋতু পাতা
যন্ত্রণায় ভরুক না
কবিতার খাতা।

ফেরি

ফেরিঅলা ফেরি করে যাব
ভাবো
গভীর গভীর দুঃখ
যদি ফেরি করি
যন্ত্রণায় ঝাঁকা যদি ভরি
তোমরা কি নেবে
নাকি বিলাস-দ্রব্য নেই যার
কী লাভ সওদা করা তার
যে যেমন স্রোত নিয়ে থাকে
নদীর মতন বাঁকে বাঁকে
বৃথা ভাবি হয়তো বা তারা
বদলে সহানুভূতি দেবে।

বিক্রিবাটা নাই যদি থাকে
একটাই ভয়
কীভাবে কীভাবে হবে ক্ষয়
যোগীরা বলেছে যাকে
প্রারব্ধের দেনা
অচেনা কুয়াশা
ভেদ করে চলে যায়
আমার দুরাশা।

তাস

আমাকে আমার থেকে নিয়ে
তুমি কেন
দূরে সরে যাও
এ ঘোর অনিচ্ছা দিন
কার হাতে দিয়ে
বলি বা কাকেই
যা কিছু দিয়েছি আজো
সব ফিরে দাও।

প্রথম রিপুর তুমি
স্বেচ্ছা শাবক
কী নাম তোমায় দেব
ভেনিসের বণিক শাইলক
ব্যাসানিয়ো আমি
যৌবনে করেছি যত ঋণ
তখন বুঝিনি
একদিন হবে তার হিসাব নিকাশ
জুয়াড়ি ভাগ্যের হাতে
হয়ে যাব তাস।

মা

বিদায়েরও থাকে ঢের দায়
যতবার ডেকেছি তোমায়
প্যারিস প্লাস্টারে মোড়া
ঘরের দেয়ালে
নন্দলালের ছবি
বলো তুমি, মা
পরিপ্রেক্ষিত যদি শিল্পীর খেয়ালে
তুমি ছাড়া আর কে বা
তোমার উপমা!

গাছের পাতার মতো টানা দুই চোখে
ফিরে ফিরে দ্যাখো
ভূলোকে দ্যুলোকে
এত যে অজস্র মায়া
বৃষ্টিকণা ঝরে
খরার এ মন-মাটি
থরে থরে শস্যের ভরাট সোনালি
নিয়ে কবে বলো
আসবে নবান্ন দিন
বড় স্নিগ্ধ শান্ত পরিপাটি

উদ্বায়ী

মৃত্যু সাবান হলে নিয়মিত তাকে
ব্যবহারে স্নানপর্ব
এরকম কখনো বা মনে যদি হয়
ভাববে উন্মার্গগামী
এই আমি, কী তবে চেয়েছি
অলীক কাম্য কোন
মূর্খের স্বর্গ।

চারিদিকে কিলবিল
মৃত্যু মহামারীর মিছিল
এজীবন ছিন্নভিন্ন
প্রতিদিন চন্দ্রকলা ক্ষয়
অশান্ত হৃদয়
ঘুমের অন্দরে চলে যাই
যাকে পাই সে-ও অস্থায়ী
প্রেমের মতন সেও
এই আছে এই উদ্বায়ী।

প্রদোষে

জমে থাকে মেঘ ঘন কালো
আলো ক্রমে ম্লান হয়ে যেতে
ঝরে পড়ে ফুল ফুল জল
অঝোর শ্রাবণে
প্লাবনে দাঁড়িয়ে মনে হয়
যদি কেউ সেরকম থাকত নির্ভয়
বলতাম তাকে
ওড়াও ওড়াও তুমি
হে আমার তারণ বাতাস
যত যত কালো মেঘ
এ মনের থেকে
পরিবর্তে দিতে পারি আমার সঞ্চয়
সেইসব গচ্ছিত রেখে
আমায় বাঁচাও
আরো যদি কিছু দাবি থাকে
দিতে পারি সে আমার
মৃত্যুর অধিক
অলৌকিক প্রেম-অনুভব
এছাড়া তো পেয়ে যাবে তুমি
অসার পচন-শীল শব।

তুমি

এই সব অতুল বৈভব
যা কিছু তোমার সব
ভোরের প্রথম আলো
এমন কি সন্তাপের কালো
চলচ্চিত্র সে তোমার তর্জনী সংকেতে
যেতে যেতে এমন কি তাতার সময়
এত যে নিষ্ঠুর
তবু সে-ও ভীত হয়।

নিকেল কি রুপো ধাতু, ছাপানো কাগজ
যে নামেই যে ডাকুক রোজ
তোর কাছে পৃথিবীটা কেনা
বাদবাকি যা যা পড়ে থাকে
চালুনিতে ধুলোবালি দেনা
সে সব আমার থাক
অমঙ্গল না— চাওয়া প্রত্যহ
যদি ভাবো জন্মছকে বিপ্রতীপে গ্রহ
সেও তুমি
অতুলন তোমার মহিমা
অন্যতম অষ্টসিদ্ধি
জানি আমি, সাধনার
সেই প্রান্তসীমা।

দুয়ার

দুয়ার বন্ধ করে বসে আছে সে
হে আমার রূপসী বাসনা
শাসন কি তর্জনী কিছুই মানো না
জানি, সব জানি
বলো, কেন তবে
শিমূল পলাশ ওরা দেয় হাতছানি।

ট্রেন গেছে পাঁচ ঋতু পার
এখানে জংশন
কিছুক্ষণ সে-ও তো দাঁড়াবে
ভাবে কি ভাবে না
নেমে যায় কত ভ্রামণিক
হয়তো প্রত্যাশা ছিল
স্বপ্নের অধিক
পাবে সমাদর
এ ভরা বাদর
আমার কি ফুরোবে না আর
কখনো কি খুলবে না
স্পর্শাতুর, তোমার ওই
বন্ধ দুয়ার।

পালক

ফুলের গাছের টবে ফেলে গেছে পাখি
একটি পালক
সেই স্মৃতি তার মনে
আজো আছে নাকি
ভাবছে বালক
হয়তো এমন হবে, হতে পারে
বিদায়ী লিপিকা
ততদূর যায় নিকো বালক এখনো
সে তো পিপীলিকা
রঙিন ফুলের পাশে অবাক বিস্ময়ে
দেখেছে মৌমাছি
মধু-পান শেষ হতে যায় অন্য ফুলে
অকুলে ভাবনায় ভেসে যেতে
সে-ও একদিন
পেয়ে যাবে দুটি ডানা পাখিদের
পালক রঙিন
সেই পাখি কেন আর আসেনিকো ফিরে
সে তখনি বোঝে
একটি নীড়ের কথা যে-ই পড়ে মনে
ভালোবাসা খোঁজে।

যাপন

কেউ কেউ প্রশ্ন করে; কেমন আছেন
নিরুত্তর ম্লান হাসি
দুঠোঁটে ঝোলাই
কীভাবে বোঝাই বলো তাকে
প্রিজমে ঠিকরে - পড়া
আলো রোশনাই
এর চেয়ে জীবনের থাকে ঢের রঙ
সঙ সাজে কারা
দুখে কিংবা উপচানো সুখে
বেশরম কারা যেন
উদোম নাচেন।

জীবন কি তবে গিরগিটি
তারাদের মতো কৌতুকে
হাসে মিটিমিটি
যাবজ্জীবন কারো শাস্তি কারাবাস
কারো জন্য সুনীল আকাশ
এয়োতির শাঁখা ও সিঁদুর
ইঁদুর ইঁদুর হয়ে স্বৈরিণী ঘোরে
সন্ত্রাসবাদের গহ্বরে।

জানা নেই কেবা কারা কতদূর যাবে
পথে যেতে কে কাকে হারাবে
অশ্রুজল মুছে দিয়ে হাসি
রোগা ভোগা ছেলে
দেখি তাকে পুজোর প্যান্ডেলে
তার কোনো দুঃখ নেই আর
সে বাজায় একমনে কাঁসি।

কবি

অস্তসূর্যের রঙে কোনো কবি
জামাকে রাঙায়
যদি বলো অপরাধ তার
দ্রোহ কেন করেছিল সৌরমণ্ডলে
প্রকৃত কি হয়েছে বিচার
নাকি প্রহসন
হুতাশন খুঁজে পেতে নেমেছে অতলে
কোনোদিন যারা
করেছে অন্যায়।

ক্ষমতা কি বন্দুকের নলে
তবে কেন্দ্রীভূত
নিষ্পত্তি চেয়েছে বলে দ্রুত
ঝাঁক ঝাঁক সীসা গেছে বুকের পাঁজরে
শাদা হাড়, মাংস পিণ্ড, রক্তনদী ধারা
ব্যতিরেকে প্রকৃতই কবি সর্বহারা
কীভাবে কবিকে পায় কালাশনিকভ
স্বপ্ন তার বুকের গোপনে
বাসমতী শস্যের রোপণে।

সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ যদি
দেহে মনে শ্রাবণের নদী
ভাসাবে প্লাবনে।

দ্রবণে

সম্পৃক্ত দ্রবণে আছি আণবিক
মানবিক যে কোনো ক্রিয়ায়
হতে পারি কেলাসিত
তুমি যদি পরিণত কারো বা প্রিয়ায়
বিষণ্ণতা প্রায় দিনই
আসে অযাচিত

এ কেমন স্থিতাবস্থা ভাঙা
রাঙা চাঁদ তারও হ্রাস
বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত
বিজ্ঞান যদি ভাবো, বলো
জীবন কি নয় তারও
সৃষ্ট ক্রীতদাস!

বরং দ্রবণে এসো, প্রেমে আয়নিত
হে অনুপমা
প্রীত থেকো
আমার কৃষ্ণপক্ষে
তুমি যে পূর্ণিমা।

শিকড়

মাটিতে শিকড় নেই যার
সেই নাকি সুখী
মেঘগাছ ভাসমান বাতাসী নদীতে
মনে হয় দুঃখ নেই তার
কোনো অভিমুখী
সঙ্গী তার একতারা
জন্মবৈরাগী
আকাশ যেন বা তার
দুঃখের ভাগী।

অথচ সে কোনোদিন লিখেছে কি
আত্মচরিত
গেয়েছে কি তাপিতের গান
তার মাত্র নিবেদিত প্রাণ
যার কাছে তাকে সে বলেছে
সহ্য করো গ্রীষ্ম বর্ষা শীত
কার জন্য করো অভিমান
শোনো
তোমার শিকড় নেই কোনো
বহমান সকলেই নদী
যে যাহার ঠিকানায় যাবে
একতারা নিয়ে তুমি
তুমি একা সাগরে পৌঁছাবে।

ডুবে আছি

ডুবে আছি শূন্যতায়, ডুবে গেছি
ঘোলাজলে পাঁকে
চারপাশে পাতাঝরা দিন
ক্ষীণ হয়ে যায় ক্রমে আলো
হয়তো বা তোমায় ভাবাল
সকলেই ফিরেছে কুলায়
নিচু মাথা, একা, ঝাঁকে ঝাঁকে।

আমাকে আমার থেকে নিয়ে
গাছেরাও আরো গাঢ়
সবুজ চিকন
ফুলেরাও নিয়ে গেছে ছিঁড়ে
যেখানে যেখানে ছিল রঙিন লিখন
বেদনার একবুক শ্বাস
ধুয়ে নিয়ে গেছে যেন
দখিন বাতাস।

আমাকেও দাও অনুমতি
অপূর্ণতা যেন পূর্ণ করি
এদেহের তুচ্ছ আধারে
করে যাব দেহাতীত রতির আরতি

বাহন

দেশলাই কাঠির মাথা পূর্ণ বারুদে
না জ্বালালে সে নিজে জ্বলে না
কেন সে যে ক্রীড়নক
কখনো বলে না
বাক্সবন্দী এই কেন আমি
অন্যের ইচ্ছাধীন, কেনা
জ্বেলে দেব তুচ্ছ কিংবা দামি
পর্ণকুটির থেকে সৌধ কারো কারো
বিরুদ্ধ শিবিরও
এ কি তবে পূর্বজন্ম ঋণ
বেড়ে গেছে প্রতিদিন
চক্রবৃদ্ধি সুদে।

কেন আমি দহনের আপ্তসহায়ক
কে জানত সুপ্ত ছিল আমার ভিতরে
কবেকার মৃত অগ্নিগিরি
ছিল ক্রোধ, অপমান বোধ
প্রতিহিংসা ঝাউ-ঝিরি-ঝিরি
অশান্ত উপকূল ঘিরে
যদি তাই, নিজেই জ্বালি না কেন
খাণ্ডব দাহন
প্রতিপক্ষ ছাই হয় হোক
বলে তো বলুক সব লোক
শান্তশিষ্ট সামাজিক
কেন সে যে আমাদের থাকেনি বাহন।

সেই পাখি

এত হিংসা কেন মানুষের
কেন নরবলি
অষ্টসিদ্ধি কাঙ্ক্ষিত ছিল তবে নাকি
কোনো তান্ত্রিকের
যান্ত্রিকের মতো ওরা কারা
বেগতিকে পরে নেয় শান্তি-নামাবলী।

স্বাধীনতা, বলো
এই কি প্রার্থিত ছিল
কারাগার, দ্বীপান্তর, ফাঁসিকাঠ কত
কত অশ্রুনদী প্রবাহিত
কপোল গড়িয়ে যারা নেমেছে ভূমিতে
কেন তার অপমান
মৃত্যুমুখী গান কেন তোমার কণ্ঠেতে?

পিঞ্জর-মুক্ত তুমি পাখি
মনে পড়ে, একদিন বেঁধেছিলে রাখী
দুজনের হাতে
চাঁদ যদি নাই থাকে, বলেছিলে তুমি
ঝুলনেরও পরে যেন ভালোবাসা থাকে।

কেউ বুঝল না

মাঝরাতে ডাকছে কোকিল
তবে কি খুলেছে পাখি
আঁধারের খিল
বয়ঃসন্ধি তরুণীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা
অসময়ে কেন ডাকো
জেগেছে কি তোমার শরীরে
গভীর পিপাসা
কীভাবে মেটাই আমি আগ্নেয় বাসনা
যে ছিল তোমার বিপরীতে
কেন নিরুত্তর
কেনই বা গলে না সে ও মধুসংগীতে
কেন রাতজ্বর।

আমাকে যে ঘিরে আছে
অক্ষরের ঢেউ হাবিজাবি
শোণিতে গণিত
আমার সোনালি মাঠ
কখন যে অদ্ভুত হরিৎ
গভীর আঁধারে তুমি ডাকো
কীভাবে পেরোই আমি বলো
ভেঙে গেছে সাঁকো
জানি কেউ দায়ী নয়, কেউ না কেউ না
তুমি আমি আমাদের
কোনোদিন কেউ বুঝল না।

গল্পকথা

শেষ থেকে শুরু হতে পারে
কিংবা মাঝ পথে
ধরো, ট্রেন থেকে নেমে
দুজনেই যেতে পারি একটু না থেমে
অবশ্যই উল্টোসোজা রথে
খুলেছি বাঁধন দুই হাতে
দিনে রাতে অহেতুক
হাসা আর কাঁদা
দুই শব্দ, বিপরীত দুই অভিমুখী
ব্যবহৃত হতে হতে অচল মুদ্রায়
কে নেবে তা
কার আছে দায়
বহমান এ সময়, মানুষ সমাজও
অপসারী রশ্মিগুচ্ছ
তুচ্ছ সব সুপ্রাচীন তৈলচিত্রগুলি
কানাকড়ি মূল্য নেই যার
এসবেরই আমরা শিকার
যে কোনো গল্পই আর সোজা হাঁটবে না
গোল হয়ে প্রথামতো
শেষও হবে না।

পাতাদিন

বাতাস চামচ দিয়ে নাড়াচাড়া করে
ভরা গাছপাতা
চিনামাটি কাপ তবে গাছ
পাতারা কি চায়ের লিকার
ঝোড়ো হাওয়া, নিচু মেঘ
অতিথি স্বীকার
পূর্ণদাসের মতো ঘুরে ঘুরে ঘুরে
বিদ্যুৎ গায় গান
প্রলয়ের সুরে।

আমারও তো ছিল পাতাদিন
ভাগ্য দোষে পর্ণমোচী
হাহাকার কখনো করিনি
কচি শ্যাম দুর্বা শোভা
ঈর্ষায় জ্বলিনি
উদ্যত চারপাশে রোদের সঙ্গিন
ছিলনাকো মৃদু অনুতাপ
জীর্ণ খোলস ফেলে দেখেছি যে সাপ
কীরকম উজ্জ্বল নবীন।

অভিন্ন

কথা ছিল কথা হত মানুষের
প্রীতি সংহতির
বিনিময় মাত্র হৃদয়
কোথাও কি ছিল ছেদ
চিহ্ন যতির
রোদে মেঘে মাখামাখি
এ তো স্বাভাবিক
আকাশের দুই মুখ
হাতে হাত দুঃখ সুখ
মনে হত রত্নের অধিক।

কর্ম ছিল ধর্ম ছিল
মাঝখানে ছিল না প্রাচীর
প্লাবনের নদীজলে
খোড়ো ঘর ভেসে গেলে
দুই চোখে একই নদী-নীর।

একগাছ, পাশে গাছ
হতে পারে তারা ভিন্ন
ছিন্ন কেউ করেনিকো
তাদের সম্প্রীতি
অদৃশ্য শিকড়ে বাঁধা
পড়েছিল তাহাদের
ভালোবাসা, ধৃতি

নদীকথা

ঢিল ছোঁড়া দূরে এক এইখানে নদী
যদি সুযোগ পাও তো চলে এসো
দেখে যেয়ো
সুপেয় তা মোটে নয়, ঘোলা
বর্জিত নগর গরল
পান করে সক্রেটিশ জল
হয়তো বা মহেশ্বর ভোলা।

এই নদী বহুরূপী
উদয় মুহূর্তে এক অস্তে অন্যরূপ
মধ্য দিনে অদ্ভুত নিশ্চুপ
বিকেলে সে ঘাটে বসা বৃদ্ধদের মতো
রোমন্থনে নিয়ত নিরত
রাত হলে এক আকাশ তারা
সেই উর্বশী
কেউ না কেউ না দায়ী
সে-ই নিজে কলঙ্কিনী, দোষী।

নদীর মতোন পড়ে আছি
আমার পাঁজর ভেঙে মালবাহী নৌক
খেয়ামাঝি
সুর তোলে ভাটিয়ালি গানে
অদ্ভুত খেয়ালী
অর্ধমৃত সে শরীর
হেসে ওঠে কোটালের বানে।

ভ্রমণ

শরীরে শরীর পেতে ঢের হল খেলা
এই অস্তবেলা
দেহাতীত যদি কিছু পাই
তাই দিতে পারো যদি নেব
কপিলাবস্তুর নই, তবুও শ্রমণ
জেনে রেখো এ আমার অন্তিম ভ্রমণ

কী চেয়েছি, পেয়েছি যা কিছু
ছায়ার মতন সে-ই
ছাড়ছে না পিছু
তাকে বলি, শোনো
সুশীতল তরু আছে আজো
এখনো এখনো।

নির্মোহ হতে চাই আমি
এবং নির্বেদ
কোনদিন কারো প্রতি থাকবে না খেদ
আকাশ ভাঙছে প্রতিদিন
যে যাহার অংশ নিয়ে থাক
বাঁকে বাঁকে খরজল তাপ
একদিন যে পরায় রাখী
সে-ই আজ দেয় অভিশাপ।

কৃষিদিন

এখনো এখনো ভাবি সে রকম তুমি
খুব দূরে নয়, কাছে, সমান্তরালে
দলিলে তোমার ভূমি
যেমন যেমন খুশি বেঁধে দিলে আলে
একদিন ছিল চাষবাস
দরিদ্র কৃষক আমি, ভূমি ক্রীতদাস
মনে পড়ে কীরকম উচাটন ছিলে
যেই শেষ হালচাষ
সোনালি ধানের ভ্রূণ গর্ভে তুলে নিলে।

এখন অন্যকথা এবং কাহিনী
মড়কের মারীপোকা
হানা দেয় শস্যখেতে তাহার বাহিনী
ধূধূ মাঠ, শস্যহীন মরু
খর্বুটে খেজুর মাত্র
ভুল করে যে-ই
হতে পারে স্নিগ্ধতার
ছায়ানীল তরু।

কোনোদিন আমরা মিলব না
অনন্তের অপিসারী
দুই প্রান্ত নিকটে যাবে না
যাবে ট্রেন সমান্তরাল
পাঁজর গুড়িয়ে খাবে সেই মহাকাল
থাক পড়ে প্রেম যার নাম
কোনোদিন ইতিহাস পাবে না আভাস
তিলার্ধ আগাম।

বিস্তার

যার আছে সুপ্রচুর সেও চায় তার
আরো বিস্তার
নিস্তার পেতে দূরে
চলে যাচ্ছে সমুদ্র পাহাড়
অরণ্যেরও নেই পরিত্রাণ
শাণিত কুঠার হাতে মানুষেরা ঘোরে
শহরে জঙ্গলে
জীবজন্তু উদ্ভিদের সমাপ্তির গান

মানুষ শিখেছে প্রজনন
প্রতিষ্ঠার এবং অর্থের
ব্যর্থের জন্য খোলা আছে শুঁড়িপথ
অস্বীকারে আত্মহনন।

ঘরে ঘরে দোল খায় হৃত্বিক হিরো!
মহা মহা পুরুষেরা
সব গেছে সরে
ক্ষুধার্তের মার্কশিটে জিরো
প্রকৃতির ভারসাম্য, ন্যায় কিংবা নীতি
বর্জ্য পদার্থ সব
নিছক উদ্ধৃতি।

ঘর

ভালোবাসতে গেলেই একটা দেয়াল
সময়ের বিচিত্র খেয়াল
তুমি এলে সে থাকে মাঝখানে
যত বলি স্বচ্ছ হয়ে যাও
অন্তত ঘষাকাচ আলোটাকে দাও
বাইরেটা বাইরেই থাক
তুমি কেন মাঝখানে, হোক নির্বাক
আমাদের ছায়াছবি
কতটুকু চাওয়া বলো
মাত্র একটা ঘর
যেখানে শুক্লপক্ষ, অমাবস্যা নয়
আমাদের ছন্দিত স্বর।

কালাপাহাড়ের মতো তুমি সেই
ভেঙেছ প্রতিমা
কী যে লাভ, এ কেমন
অদ্ভুত মহিমা
বয়েসের ভারে ন্যুব্জ তুমি
প্রণয় বিরোধী, ক্রুদ্ধ সময়-চেতনা
অস্বীকার করতে পারো না।

পারো না বলেই চলে আসো
তছনছ করে দাও ঘর
জেনে রাখো ঘৃণা নয়
আমাদের দেহে ক্ষমা-জ্বর।

স্রোত

স্রোতের টানে যাচ্ছি ভেসে জন্ম থেকে
যেমন নদীর রকমসকম
আসছে ভেসে কচুরিপানা
উপছে পড়া পুকুর জলের
বানভাসি গ্রাম, খড়ের চালের
ফ্রি-স্টাইলে সাঁতার-কাটা
ফাটা কপাল সঙ্গী যারা
শব হয়ে সব যাচ্ছে প্রবাস
সওয়ারি কাক বুকের পরে
বিনি পয়সার যাত্রী যেমন
পরখ করে দেখছে খুঁটে
স্বাদটা কেমন।

ঘাটের কাছে এলেই নামি
ছাড়বে না কর পৌরপিতা
জানি ওরা চায় সেলামী
মাথায় কাশ, তাদের কাছে একটু বসা
সবার-ই এক ভগ্নদশা
শাঁখ বাজলে দিন ফুরোতে
নটে শাকটি ফের মুড়োতে
ভাসতে আবার নামব জলে।

ঝড়

অসময়ে ঘরে যদি আসে মেহমান
বলো তাকে কীভাবে ফেরাই
আমি নাকি অতিথিবৎসল
তোমাদেরই দেওয়া সম্মান
প্রমাণিত করব কি
সেসব মিথ্যাই।

ওড়ে পর্দা শ্যাম জংলা ছাপ
আব্রুহীন ঘর এলোমেলো
ঝড়তম বলব কি
এখন সময় নয়, চলো
ওলটপালট সব, ফুলদানি, ছবি
সুইমিং পুল ভেবে
নিচে দেয় ঝাঁপ।

হোক ঝড়, এল সে তো কতদিন পরে
এতদিন ঘরে
প্রতিধ্বনিত ছিল শূন্যের গান
অদ্ভুত ছায়ানৃত্য দেয়ালে দেয়ালে
ঘর ছিল চলমান মরু-ক্যারাভান।

বিপ্রতীপে

ক্লাসঘর জানলায় ফ্রেমে-আঁটা-মুখ
বাইরে তখন বৃষ্টি হাওয়া একরোখা
চারপাশে হুল্লোড়, তারি মাঝে একা
ছেলেটির যেন কোন অচেনা অসুখ
রিন রিন বেজে যাচ্ছে জলের ঘুঙুর
ভুলিয়ে দিয়েছে বাড়ি-ফেরা
রেনিডের বর্ষা মেদুর
সকলেই স্নানে তৃপ্ত, কলাগাছটিও
ফাটা ফাটা তার ত্বক যেন
বুড়ি ঠাকুমার
ছুটি ঘণ্টা বেজে গেছে
সকলেই ফিরে যাচ্ছে বাড়ি
আনমনা সে ছেলেটি এখন যাবে না।

কিছু দূরে অন্য স্কুলে কিন্তু মেয়েটি
ছুটি হতে নেমে গেছে নিচে একলাটি
ব্যাগে ছাতা, না খুলেই ফিরে যাচ্ছে বাড়ি
স্নানের মতোন তার
ভালো লাগে ভেজাতে যে শাড়ি
জলকণা মেখে নেয় সাবানের মতো
দর্শনে তৃপ্তি নেই তার
ছেলেটি যেমন
এমন স্পর্শ চায়, প্রীত অবশেষে
জল-আশ্লেষে।

সাম্প্রতিক

ত্রাণ শিবিরের পথে যেতে
ডাকলে কেন পিছন থেকে
শুভকাজে এই বেরোলাম
ঘর বাড়ি প্রাণ হচ্ছে নিলাম
আগুন বোমা ছুরির টানে
কবিতা ওরা লিখতে জানে
সম্প্রীতি ভাই, দূরের থেকে
জানাই তোমায় সেলাম প্রীতি
বলবে খেলা প্রতিশোধের
কেউটে ভেবে মারলে হেলে
মায়ের কোলের মেয়ে কি ছেলে
মরল নাকি জ্বালা ক্রোধের

বাজছে ঘণ্টা দূরে আজান
যে যার ঢাক জোরসে বাজান
নির্বাচনের যদিও দেরি
উল্টোপাল্টা বাজুক ভেরি
ভাষণ বলে, কোনো ভেদ নাই
ভাইয়ে ভাইয়ে এক
ভারত মহান।

চূড়ামণি

চূড়ায় আছেন তিনি যেন মহাকাল
শ্বেত উত্তরীয়
পর্যটক ভক্তজন, হোক না আকাল
আদায় করেন তার
সশ্রদ্ধ সমীহ।

দূরে কাছে ঘন নীল পাহাড় জঙ্গল
নম্র নত শির
শুভ্র তাঁর উপবীত
ছোঁয় সমতল
ধাবমান অশ্বজল
দুর্বার বেগে অস্থির।

প্রকৃতি ও প্রাকৃতের অনাবিল
গণ ধনতন্ত্র রূপক
তাহাকে দাও না কেন
যে কোনো সূচক
উচ্ছয়ে যায় দেশ যদি
চূড়ামণি পান যেন
অমরতা-গদি।

ঋতুরঙ্গ

মেঘ মল্লারে যায় দিন
জলরেণু বাতাসের অনুতে হিল্লোল
চাবুকের সাঁই সাঁই রোল
কারেই বা শাস্তি দাও, কেন
বর্জিত বাস্তব, ওড়ে
অক্ষরে অক্ষরে নড়ে চড়ে।

নাকি সবটাই কপটতা, ভান
সে দেখেনি স্বপ্ন কোনো, অথচ দেখায়
অতীব চতুর
অমিয় কণ্ঠে তার গান
ঝাঁপি খুলে সাপকে খেলায়
সারাটা জীবন তার খোঁজা মরূদ্যান
সে মানুষ হয়েছে ফতুর।

মেঘ মল্লারে যায় দিন
টোকা দেয় বাতাস দরজায়
আয়, তোরা আয়
কে যেন ডাকছে দূরে দূরে
দরজা খোলো, খোলো দরজা
দেখো না কে এল
হতে পারে অতিথি সুদিন।

বিনিময়ে

পাথর গুঁড়িয়ে পথ চলি
অবিকল ক্রশারের মতো
শ্রমে ও সূর্যতাপে নিজেকে পুড়িয়ে
শরীরে ফুটেছে শত শত
দ্যাখো কত গোলাপের কলি।

এই যে আমার পথ হাঁটা
অপমান লাঞ্ছনা সব মেনে নিয়ে
একটি লক্ষ্য মাত্র সুরক্ষায় রাখা
প্রিয়তম মায়ালতা
যেন তার দেহে কোনো দিনও
বেঁধে নাক কাঁটা।
হতে পারে সে আমার প্রিয়তমা নারী
অথবা সন্তান
শুকতারা সাঁঝতারা
চোখে মুখে হাসি
যে আলো চেনায় পথ
ভুলে যাই অশ্রু বাশি রাশি।

নিয়তি, কে তুমি
সহিনি কি এতকাল
তোমার আঘাত শত শত
দাও কথা, চাই প্রতিশ্রুতি
যা কিছু আমার নাও বিনিময়ে যেন
দেখে যাব সন্তানের হয়নিকো ক্ষতি।